আজকের কাগজ

তারিখ 17 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে।। ক্লাস হয়নি

রিমু হত্যাকারীরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে।। পুলিশ গ্রেফতার করেছে রাকসু-ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের

□ আজ রিমুর মা যাচ্ছে ছেলের নিহত স্থান দেখতে

রাজশাহী থেকে হোসেন শহীদ ঃ দীর্ঘ ২৭ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। তবে কোনো ক্লাস হয়নি। হয়নি কোনো প্রশাসনিক কাজকর্মও। কারণ এদিন শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মবিরতি পালন করেন।

অন্যদিকে গতকাল বেলা সোয়া ১২টার সময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে ছাত্রলীগ (বা-কা) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি ও রাকসু সমাজকল্যাণ সম্পাদক করিম শিকদারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ছাত্রনেতা করিম শিকদার উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলে প্রশাসনিক ভবনের গেট দিয়ে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্যরত মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর পরই ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও রাকসু এজিএস আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রনেতা উপচার্যের কাছে গিয়ে করিম শিকদারকে গ্রেফতার করার কারণ জানতে চাইলে ভিসি এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর ১টার দিকে পুলিশ ঠিক একই কায়দায় লাইব্রেরীর পাশ থেকে রাকসুর এজিএস আলমগীর হোসেনকেও গ্রেফতার করে। ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করার বিষয় পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ সুস্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি। তবে তাদেরকে দণ্ডবিধির ৫৪ ধারায় অভিযুক্ত করে হাজতে চালান দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই দু'জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ মহানগরীতে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গ্রেফতারের প্রতিবাদে মহানগরীতে ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিল করে।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ গ্রেফতারের প্রতিবাদে সন্ধ্যায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং মিছিল শেষে ওয়ার্কার্স পার্টি অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবি করে বলেন, রিমু হত্যাকারী খুনীরা বীরদর্পে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তাদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না। অন্যদিকে কোনো কারণ ছাড়াই করিম শিকদার ও আলমগীরকে প্রথম দিনেই গ্রেফতার করে প্রশাসন আবারো তাদের জামাত-শিবির প্রীতির পরিচয় দিয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, শহীদ রিমুর মা আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রিমুর নিহত হওয়ার স্থান দেখতে আসছেন এটা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভীত হয়ে প্রশাসনের দোসর জামাত-শিবিরকে রক্ষার জন্যে ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করে আজকের রিমুর মায়ের আগমন এবং সে উপলক্ষে আয়োজিত সংহতি সমাবেশকে বানচাল করবার জন্যেই এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা বাবুল খান, লায়েব উদ্দিন লাভলু, মাহমুদ চৌধুরী, রুশো প্রমুখ নেতারা।

এদিকে অপর এক সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহীতে আরো ধরপাকড় হতে পারে।